Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ৫০ নয়া পয়সা। ২৲ দুই টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা ২৫ নয়া পয়সা

নগদ মূল্য ছয় নয়া পয়সা

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৪৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৪ঠা চৈত্র বুধবার ১৩৬৫ ইংরাজী 18th Mar. 1959 | ৪২শ সংখ্যা

২৭শে ফাল্গুন ১৮৮০ শকাব্দ

লিভার ও পেটের পীড়ায়
কুমারেশ

মনোমত
সুন্দর, সস্তা আর মজবুত
জিনিষ যদি চান তা হ'লে
আরতির
"রাণী রাসমণি"
শাড়ী ও ধুতি কিনুন।
কাপড়কে সব দিক থেকে আপনাদের পছন্দমত করার সকল যত্ন সত্ত্বেও যদি কোন ত্রুটি থাকে, তাহ'লে দয়া ক'রে জানাবেন, বাধিত হ'ব এবং ত্রুটি সংশোধন করবো।
আরতি কটন মিলস্ লিঃ
দাশনগর, হাওড়া।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৪ঠা চৈত্র বুধবার সন ১৩৬৫ সাল।

দিল্লীর দিল্লগী (হাসিঠাট্টা)

—০—

ইংরাজ আমলে কলিকাতা মহানগরী ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্জ্জন ১লা জানুয়ারী সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিষেক সংবাদ জ্ঞাপন অভিপ্রায়ে দিল্লীতে "করোনেশন দরবার" করেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ মহিষীসহ দিল্লীতে একটি দরবার করেন।

মোঘল বাদশাহদের আমলে বিশেষতঃ আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে দরবারে নানা প্রতিভা-সম্পন্ন কবি ও পণ্ডিত থাকিতেন। বীরবলের উপস্থিত বুদ্ধি ও ঠাট্টা তামাসার কথা এখনও নানা পুস্তকে দেখা যায়। লোক পরম্পরায়ও অনেক সুমধুর হাস্যরসের গল্প শোনা যায়।

বাদশাহ একদিন বীরবলকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন—এক মাসের মধ্যে বাদশাহের দরবারে এমন একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে হাজির করিতে হইবে যে তিনি বাদশাহের সঙ্গে কোন কথা বলিতে পাইবেন না। বাদশাহ তাঁহাকে ইঙ্গিতে যে প্রশ্ন করিবেন, তিনিও ইঙ্গিতে তাহার উত্তর করিবেন। এক মাসের সময় যথেষ্ট ইহার মধ্যেই এই জ্ঞানী ব্যক্তিকে দরবারে হাজির করা চায়। নচেৎ রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। বাদশাহ তাঁহার প্রশ্নের উত্তর পাইলে তাঁহাকে এবং বীরবলকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান করিবেন।

বীরবল অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া সেই জ্ঞানী ব্যক্তির উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বাদশাহী খেয়ালমত জ্ঞানী মানুষ না আনিতে পারিলে সম্রাটের খেয়াল—প্রাণদণ্ডও হইতে পারে। উনত্রিশ দিন শেষ হইল, মাত্র একদিন সময়। কোথায় সেই ইঙ্গিতে প্রশ্নের জবাব করা জ্ঞানী পান—ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছেন। আজ শেষ দিন কাজেই আজই দরবারে হাজির হইতে হইবে। রাজধানীর দিকেই চলিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে দেখিলেন এক মেষপালক প্রায় দুইশত মেষ লইয়া মাঠে চরাইতেছে। তাহাকে বীরবল জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি একাই এই মেষগুলির মালিক? মেষপালক বলিল—জী হুজুর আমি একাই এগুলির মালিক। শুনিয়া বীরবল ভাবিলেন—যা থাকে কপালে একেই বাদশাহের নিকট হাজির করা যাক। বীরবলের কথামত সে মেষগুলিকে বেড়ার মধ্যে বদ্ধ করিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। যাইতে যাইতে বীরবল তাহাকে বলিয়া কহিয়া তালিম দিতে লাগিলেন—দেখ, বাদশাহের কাছে গিয়ে কোন কথা বলিবে না—সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। বাদশাহ যে ইসারা করিবেন, তোমার মনে যা হয় তুমিও ইসারা করিবে।

যথা সময়ে এই ভেড়াওয়ালা জ্ঞানীকেই দরবারে উপস্থিত করিয়া বীরবল বলিলেন ইঙ্গিতে উত্তর দিবেন এই জ্ঞানী ব্যক্তি। বলিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন বীরবল।

বাদশাহ সেই মৌন জ্ঞানীকে তাঁহার (বাদশাহের) দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী (অঙ্গুলি) দেখাইলেন। ভেড়াওয়ালা পণ্ডিত তখন তাহার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা এই দুটি অঙ্গুলি দেখাইল। বাদশাহ তখন তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটি আঙ্গুল দেখাইবামাত্র ভেড়াওয়ালা জ্ঞানী তাহার বৃদ্ধাঙ্গুলি (বুড়ো আঙ্গুল) নড়াইয়া দেখাইল। বাদশাহ হাসিমুখে বীরবলকে বলিলেন এই পণ্ডিত খুব জ্ঞানী আমার সওয়ালের ঠিক জবাব দিয়াছেন। এঁকে অতিথিশালায় নিয়ে গিয়ে সম্বর্দ্ধনা কর। আমি তাহাকে যথেষ্ট ভূ-সম্পত্তি দান করিব। তোমায়ও পুরস্কার দিব যথেষ্ট।

বীরবলের হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইল। সেই ব্যক্তিকে রাজ অতিথিশালায় রাখিয়া বীরবল বাদশাহের নিকট আদবের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন—খোদাবন্দ কি সওয়াল করিলেন? আর সেই বা কি জবাব দিল? বাদশাহ বলিলেন—আমি যখন এক আঙ্গুল দেখাইয়া মনে মনে বলিলাম—"লা ইলাহা ইল্লিলা" এক। তখন জ্ঞানী ব্যক্তি দুই আঙ্গুল দেখাইয়া উত্তর দিলেন এক নয় তার সঙ্গে তাঁহার নাম প্রচারক "মহম্মদ" এক। এই দুই প্রধান। যখন আমি আর এক আঙ্গুল দেখাইয়া বলিলাম কেন? আমি তো বাদশা আমাকে নিয়ে তিন হয় না কি? জ্ঞানী মৌনী বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাইয়া বলিলেন—তুমি এইটি অর্থাৎ তোমার কিম্মৎ কিছুই নাই। খুব জবর জবাব। বীরবল নিজের জোর বরাত ভাবিলেন।

বীরবল তারপর অতিথিশালায় গিয়া ভেড়াওয়ালা জ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বাবা মেষপালক! তুমি বাদশার সওয়াল কি বুঝিলে আর কি জবাব দিলে? ভেড়াওয়ালা জ্ঞানী বলিল—হুজুর তুমি বাদশার কর্ম্মচারী, নিশ্চয় তাঁকে বলেছ—এর অনেক ভেড়া আছে। বাদশা এক আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লেন আমাকে একটা দিতে হবে। আমি বুদ্ধি ক'রে দেখলাম একটাতে কি হবে? একটা মদ্দা আর একটা মাদী দুটি দিব, ঐ দুটিতেই তোমার অনেক হবে। বাদশা আর এক আঙ্গুল দেখিয়ে বলে—তিনটি দিতে হবে। তখন আমার রাগ হলো তাই, আমি তাঁকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বল্‌লাম একটিও দিব না। এখন আমাকে বাড়ী যেতে দাও আমি ভেড়া চরিয়ে খাব বাবা এই বাড়ীতে মানুষ থাকে!

আমাদের স্বাধীন ভারতে বাদশা নাই উজীরই মালিক। পশ্চিম বাংলার এক এক ক'রে সব খয়রাত করতে করতে কি মনে হলো এখানকার সরকারকে যেই জিজ্ঞাসা করেছেন এ সরকারের সব একত্র হয়ে ভেড়াওয়ালার মত অঙ্গুষ্ঠই দেখাইয়াছে। দেখা যাক দিল্লীর এ যুগের দিল্লগীর পরিণতি কি হয়!

বিক্রয় কর রহিত

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ডাঃ রায় সেদিন পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদির উপর হইতে বিক্রয় কর রহিতের ঘোষণা দান করিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশে এই কর না থাকায় পশ্চিম বঙ্গের ব্যবসায়ীদের বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। এই সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করায় বিরোধীদলগুলিও ডাঃ রায়ের প্রশংসা করিয়াছেন।

বে-আইনী গাঁজা ও ভাঙ

বিগত ২১শে ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর আবগারী পার্টির এ. এস. আই শ্রীগৌর দত্ত প্রমুখ কয়েকজন কর্ম্মী যথাক্রমে চৌদ্দ সের ও বার সের বে-আইনী গাঁজা আসামীসহ ধরিয়াছেন। বিগত ২৪শে ও ২৮শে ফেব্রুয়ারী জঙ্গিপুর সার্কেলের ভারপ্রাপ্ত আবগারী সব-ইন্সপেক্টর শ্রীঅতুলকৃষ্ণ ভৌমিক ধুলিয়ান মিউনিসিপ্যাল এলাকার একটা গুদাম তল্লাস করিয়া যথাক্রমে সাত সের ও এক মণ বে-আইনী গাঁজা ও তিন সের ভাঙ (সিদ্ধি) উদ্ধার করিয়াছেন। তিন ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে। উদ্ধার করা গাঁজার মূল্য আনুমানিক সাড়ে পনর হাজার টাকা।

অগ্নিকাণ্ড

গত সপ্তাহে নুরপুর এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ফলে বহুগৃহ সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়। মহকুমা শাসক শ্রী এস. চৌধুরী ও স্থানীয় রেডক্রসের সেক্রেটারী শ্রীঝড়ুলাল দাস ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং দুঃস্থদের মধ্যে আশু গৃহনির্ম্মাণ ঋণ, দান, খয়রাতি সাহায্য ইত্যাদি ব্যবস্থা করেন।

স্থানীয় রেডক্রস হইতে গত ১৪ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত এলাকার দুঃস্থদের মধ্যে নিম্নলিখিত জিনিষ বিতরণ করা হয়।

ধুতি ১৪ খানা, সাড়ী ১০ খানা, গেঞ্জি ৮ খানা সার্ট ৮ খানা, ফ্রক ৮ খানা, প্যাণ্ট ও ইজার ২৫ খানা, গুঁড়া দুধ ৪ বাক্স।

—মহকুমা প্রচার সংস্থা

সরকারী বিজ্ঞপ্তি

নিম্নলিখিত রুটে যাত্রিবাহী গাড়ী চালাইবার স্থায়ী রুট পারমিটের জন্য নির্দ্দিষ্ট ফর্মে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে— ১। রাধারঘাট—সাঁইথিয়া (আন্তঃ আঞ্চলিক রুট)—একটি পারমিট। ২। ধুলিয়ান—নিমতিতা—একটি পারমিট। দরখাস্ত পাঠাইবার শেষ তারিখ ২৫শে এপ্রিল, ১৯৫৯। স্বাঃ—এম. পাল, সচিব, আঞ্চলিক পরিবহন প্রাধিকার, মুর্শিদাবাদ।

সঙ্কটে শঙ্কর

বৃষ কহে বৃষভ-বাহনে—
মাভৈঃ মাভৈঃ দেব! তোমার সাহসে
কারেও করি না ভয় পশু আমি তবু
পশুপতি প্রভু মোর দেব পঞ্চানন।
হাম্ বা হাম্ বা রবে দিগন্ত কাঁপাই।
"হাম্ বা" তো রাষ্ট্রভাষা
"আমি আছি" এর বাংলা মানে।
যে আসনে বসিতেন শঙ্কর নামেতে
আজো তুমি সেই পদে প্রভু আশুতোষ।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৪১৯

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের

যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি

ও

ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী, ব্যাঙ্কের

যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৷০ টাকা ও মাশুলাদি ১৶০ এক টাকা তিন আনা।

সোল এজেণ্ট :—**ডাঃ ডি, ডি, হাজরা**

ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

অরবিন্দ এণ্ড সন্স

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্, সাইকেলের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, সাইকেল, ফটো-ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।